শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্ত্যালোক

শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-কৃত 'শ্রীউপদেশামৃতো'ক্ত
'ভক্তিনাশক ষড়্দোষ' ও 'ভক্তিসাধক ষড়্গুণ'
সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত
দ্বাদশটী প্রবন্ধ

ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত

Sri Bhaktyaloka (Bengali)
By — Srila Bhaktivinoda Thakur

শুভ প্রকাশ : শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা
১৭ই বামন, ৫১৭ গৌরাব্দ
১৬ই আষাঢ়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ
১লা জুলাই, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ

গ্রন্থস্বত্ব : ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট (শ্রীধাম মায়াপুর)
রুম নং - ১১২, চক্রভবন
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ
পিন - ৭৪১৩১৩
দূরভাষ : (০৩৪৭২) ২৪৫২৬৫/২৪৫৬১৯

ভিক্ষা : ২৫ টাকা

মুদ্রক : দি ইমপ্রেশন
কোলকাতা - ৭০০০১৪
দূরভাষ - ২২২৭-০২৯৭

আগ্রহী শ্রদ্ধালুজনকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে :-

শ্রীমদ্ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
নির্দেশক, ইসকন প্রচার বিভাগ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঙ্গ
পিন - ৭৪১৩১৩
দূরভাষ : (০৩৪৭২) ২৪৫৪৮১/২৪৫০৬৪

নিবেদন —

শুদ্ধভক্তি প্রচার ধারার অমৃতপ্রবাহ আনয়ন করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংসার দাবানল দগ্ধ মানব জীবনে শান্তির পরশ প্রদান করিয়াছেন। যাহারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিচারপরায়নতার সহিত ভজনে উৎসাহী, সেই সকল শান্তিকামী সজ্জনের নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'শ্রী উপদেশামৃতে'র ২য় শ্লোক ধৃত 'ভক্তিনাশক ষড়্দোষ' এবং ৩য় শ্লোকোক্ত 'ভক্তিসাধক ষড়্গুণ' অবলম্বনে দ্বাদশটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে তাহা ভক্তি-সাধকগণের নিত্য অনুশীলনের জন্য শ্রী শ্রী গুরুবর্গের অভীষ্টানুসারে 'শ্রীভক্ত্যালোক' নামে প্রকাশিত হইল।

জনসাধারনের নিত্য কল্যানের জন্য ঠাকুরের এই লুপ্তপ্রায় প্রবন্ধসমূহের প্রকাশের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে শ্রীপাদ রাধাজীবন দাসাধিকারী প্রভু আনন্দের সহিত ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁহার অর্থেই এই গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতিত শ্রীপাদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাহাদের নিকট- কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুনে সংশোধন পূর্বক ক্ষমা করিবেন। ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা যে এই গ্রন্থ শ্রদ্ধালু মানব সকলকে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করতঃ হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের দিব্য আনন্দময় অনুভূতি স্ফূরিত করুন।

নিবেদক —
বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

ভক্তিনাশক ষড়্দোষ

ভক্তিসাধক ষড়্গুণ

শ্রীভক্ত্যালোক

ভক্তিনাশক ষড়্দোষ

অত্যাহার

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী স্বীয়-কৃত 'শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন, —

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। শুদ্ধভক্তি-লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ' ও লৌল্য' — এই ছয়টি ভক্তি বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথগ্রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার'-শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে অধিক ভোজন-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহা নয়। 'শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, —

> বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
> জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থবেগম্।
> এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
> সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই — ভোজ্যবস্তুর আস্বাদন-স্পৃহা এবং উদরের বেগই — অধিক-ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার'-শব্দে 'অধিক ভোজন' বুঝিলে সংক্ষিপ্ত-সার-সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিরুক্তি-দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপগোস্বামীর 'অত্যাহার'-শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্তব্য।

ভোজনই আহার-শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন-শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগকেও বুঝায়। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকার দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা-কাঠিন্য, উষ্ণ-শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয় ; সুতরাং বিষয়-ত্যাগ — এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। (শ্রীগীতা ৩।৫-৬), —

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।
> কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
> ইন্দ্রিয়ার্থন্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।

কর্ম্ম-ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলেই 'ভক্তিযোগ' হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন (শ্রীগীতা ৬।১৬-১৭, ৫।৮-৯), —

> নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।।
> যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।
> নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
> পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।
> প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
> ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রাদ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্ত-ভোজী, যুক্ত-চেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্ত-জাগ্রৎ ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না — এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞানপক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্যও ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকে যে

উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে প্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তি-যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু'তে (১।২।১২৫-১২৬) বলিয়াছেন, —

> অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
> নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।
> প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
> মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য, তাহাই আবার 'শ্রীউপদেশামৃতে 'অত্যাহার-ত্যাগ' শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে বিষয় গ্রহণ করা হইলে তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপর্ব্বে যুক্তাহার হইবে, তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মাহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর এবং কৃষ্ণ নাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভ ফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহ্য করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনের লালসায় এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য-দ্রব্য অত্যন্ত

ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হ'ন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন সেরূপ বেগ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার-ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা ভক্তি-সাধকের একটি নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটি নৈমিত্তিক, শেষটি নিত্য।

ইহাতে আর একটি কথা আছে গৃহী ও গৃহত্যাগি-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরনের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্মসঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্ব-ভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপা লাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয় ও 'অত্যাহার' এবং অধিক উপার্জ্জনও 'অত্যাহার', ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। ভাল বস্ত্র পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক-বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হচ্ছে মায়া-কবলিত জীবনের প্রধান সমস্যা। সংসারে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য কাজ করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনের আনুকূল্যে কিভাবে এই সব কাজ করা সম্ভব? দেহরক্ষার জন্যই প্রত্যেকের আহার, বস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যদি এই স্বাভাবিক নীতি গ্রহণ করা হয়, তবে দেহরক্ষার কোন অসুবিধা হবে না।

— *শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ*

প্রয়াস

'প্রয়াস' পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস'-শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ-ধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই ; তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তিবৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যতপ্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম্ম-প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলাদ্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহা আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী ; ইহা বেদশাস্ত্রে শ্রীমুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩) এইরূপ বিচারিত হইয়াছে, —

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।

আত্মা— আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন ; সুতরাং ভক্তিই শ্রীভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে (১০।১৪।৩) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, —

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি —
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

হে অজিত ! যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে স্থিত হইয়া সাধুমুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করত কায়-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪),—

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্।।

হে বিভো। ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ ; তাহা ত্যাগ করত যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না। কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয় ; তাহা কেবল আসুর-বিধান-মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। 'চতুঃশ্লোকী'তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-হৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান্— চিন্ময় সূর্য্য-কল্প ; জীব তাঁহার কিরণ-পরমাণু কল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না ; সুতরাং ভগবদ্দাস্যই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের প্রয়াসশূন্য সহজ-ধর্ম্ম। যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায়

ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্প-কালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়। শ্রীগীতায় (১২।২-৫) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, —

> ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
> শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।
> যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
> সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।
> ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা যুক্ততম। যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা জ্ঞান-প্রয়াসী। সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে, সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পা'ন। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান-প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি।

কর্ম্ম-প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।২।৮)

> ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন্-কথাসু যঃ।
> নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।

ধর্ম্ম— বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই সধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়া ও হরিকথায় রতি লাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম্মপ্রয়াস ও তদ্রূপ। সিদ্ধান্ত এই যে,— কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম লক্ষণ কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ-ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

জ্ঞান-প্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বাণমুক্তি-প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া 'প্রয়াস-শূন্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উপায় স্বরূপে আদৃত-মাত্র। উপেয়-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয় — ইহা 'নিয়মাগ্রহ'-বিচারের দেখাইব। তীর্থযাত্রাদি-পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলনের লালসায় কৃষ্ণলীলাস্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে— বৃথা-প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়, তৎসমস্ত ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয় ; কেন-না স্বযূথসঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গলিপ্সা রূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গের প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয়-উদঘাটন-পূর্ব্বক প্রভুর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই ; কেন-না, ভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। শ্রীভাগবতে (৩।৩২।২৩) বলিয়াছেন, —

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক-জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধ্যাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪২) — "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" — এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধজ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন দীন-ভাবে সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—'আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্য-স্বভাব ; এ জগৎ আমার পান্থ-নিবাসমাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য-সুখকর নয়',—এইরূপ স্বাভাবিক-বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস — এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও তাহা অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক) —

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্।।

— এই উপদেশটি অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তি-ধর্ম্ম পালন করিবেন।

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ভক্তিসাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াসশূন্য ভজন-পদ্ধতি আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করত প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তি-সাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্বভরণাদির অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জ্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায়—সর্ব্বত্র তাঁহার হরি-ভজন অচিরেই সিদ্ধ হইবে। আর গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা-দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্ম-বাক্য (১০।১৪।৮),—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।

হে কৃষ্ণ। তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না।

কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে 'তোমার অনুকম্পা অবশ্য হইবে'—এই আশা করত কায়-মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন। জ্ঞানাদি-প্রয়াস-দ্বারা কিছুই হয় না ; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব (শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৯),—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগতত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপায় বিনা-প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র-জ্ঞান-প্রয়াসেও তাহা পাওয়া যায় না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার বা সংগ্রহ করাকে 'প্রয়াস' বলে। ভগবৎ কৃপায় সামান্য জমি ও একটি দুগ্ধবতী গাভীর মালিক জগতে যে কোন স্থানে পরম শান্তিতে বসবাস করতে পারে। জীবিকার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ গরুর দুধ ও জমিতে চাষ করে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়, তাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এবং এইভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীভগবান তাকে উচ্চতর বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন যাতে সে কৃষ্ণভাবনামৃত জীবন যাপন করতে পারে ও সব শেষে অন্তিম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে।

— *শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ*

প্রজল্প

পরস্পর কথোপকথনের নাম জল্পনা বা 'প্রজল্প'। জগতে সম্প্রতি বহির্ম্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জল্পনা করিতে গেলেই প্রায় বহির্ম্মুখ-জল্পনা হইয়া পড়ে। সুতরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্কর নয়। ভক্তি-অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে-সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। শ্রীরূপপ্রভু স্বয়ং 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা'-স্তোত্রে (শ্লোক ১৬) লিখিয়াছেন,—

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্।।

এই তাৎপর্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটী পাঠ করিয়া থাকেন,—

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, দুর্হুঁ-নাম সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে।।

কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ—এ সমস্তই জল্পনা ; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিবিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করিবেন। মহাজনে কার্য্যে দোষ নাই। মহাজনগণ যে সমস্ত (ভক্ত্যনুকূল) প্রজল্প আদর-পূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল অমাদের কর্ত্তব্য। কোন কোন অতিভক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রকার প্রজল্প পরিত্যাগ করিবার উপদেশ করেন। কিন্তু আমরা শ্রীরূপানুগ ; শ্রীরূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুজনের পথানুগমনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিব।

যথা (শ্রী ভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দ বচন) —

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে।।

যে-পথে পূর্ব্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন সেই সন্তাপ-বর্জ্জিত সমস্ত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্ব্বদা আমাদের অন্বেষণীয়।

শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজনের পন্থা। সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। সমস্ত মহাজন হরিভক্তি-সাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থলবিশেষে বিচার করিব।

বহির্ম্মুখ প্রজল্পই ভক্তি-বাধক। তাহা বহুবিধ। বৃথা-গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা-জল্পনা, সাধু-নিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই 'প্রজল্প'।

বৃথা-গল্প অতীব অহিতকর। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে শ্রীহরিনামাদি স্মরণ করিবেন। শ্রীগীতা বলিয়াছেন (১০।৮-৯), —

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।

অন্যত্র (শ্রীগীতা ৯।১৪), —

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।

এইরূপ-ভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করিবে'— এই উপদেশ পালন করা হয় না। সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

বিতর্ক একটি ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্যবৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ ('কঠ' ১।২।৯) বলিয়াছেন যে,— নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া'। জীবের সুমতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎপাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয় ; কিন্তু দিক্, দেশ, ভ্রম-প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে 'দশমূল' উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করত তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—'অতএব ভাগবত করহ বিচার'। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)। সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত-লাভ হয় না ; সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ অবশ্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩),—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ, হরি'।।

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটি স্মরণ করেন। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহাঁ-মুক্তি পা'ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ।।

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ ; হয় দ্বেষ, নয় বিষয়ানুরাগ ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণ ও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক না হইয়া পড়ে,—এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাহারা ব্যস্ত হয়, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে ; তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না। সম্পূর্ণভাবে পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বনবাসই প্রয়োজন। ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্বভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসার-স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়-কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধি হইলে তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তি-সাধক হয়। পরের

যাহাতে ক্ষতি হয়, এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে-কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। যথা শ্রীশুকদেব বচন (শ্রীভাঃ ২।১।৩-৪),—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি না পশ্যতি।।

হে রাজন্! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে, অথবা স্ত্রী-সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থচেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজ-জন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শ্রীশুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হ'ন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্-বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০, ১২৪),—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন।।"
ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
'প্রকৃতি'-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।।"

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায়ে বা সাধারণে প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তিবিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণরাজার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন (শ্রীভাঃ ৪।১৪।২৯),—

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাজ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ।।

বিপর্য্যয়মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল না ; যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চার আবশ্যক হইয়াছিল ; অতএব উপদেশ বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন ইহাতে প্রজল্প হয় না। ভক্তিসাধকদিগের ভক্তমণ্ডলীতে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সহজে আলোচিত হয়। তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গল-জনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করে, তাহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। পর-দোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। মিথ্যা-জল্পনা কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্য-কথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশু বিবরণ, জ্যোতিষ ও

ভূগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০),—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্।।
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোক-যশোহনুগীয়তে।।

হে রাজন্। যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথার উদয় না হয়, সেই সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গলস্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে কথায় উত্তমঃশ্লোক ভগবানের যশঃ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে,— 'আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।' ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরমপাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ-প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা, (শ্রীভাঃ ১০।৪।৪৬),—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকমাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।।

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদ-বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, পরকাল-গতি, শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ঃই বিনষ্ট হয়।

এই প্রবন্ধের নির্য্যাস এই যে,— ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত

প্রজল্পই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহু যত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'বাচো বেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগ-মাত্র। প্রজল্প-পরিত্যাগ-দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ-জীবন-নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোনপ্রকার বাক্য-ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১১।১৮।২),—

পর-স্বভাব কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।।

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্‌বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হ'ন।

যারা কৃষ্ণবিমুখ, তারা নানা পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি বহুবিধ অর্থহীন কাজে তাদের মানব জীবনের বহু মূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় করে। আবার পাশ্চাত্য দেশে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকেরা তাসখেলা, মৎস্যধরা, টেলিভিশন দেখা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিতর্ক করে কত সময় নষ্ট করে। অথচ এই সব কাজ অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। তাই এই সবই প্রজল্প-এর অন্তর্গত। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী বুদ্ধিমানেরা কখনই এই ধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে না।

— শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

নিয়মাগ্রহ

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ বিধি-লক্ষণ ও নিষেধ-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। উভয় লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গল-জনক।

বদ্ধজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা- প্রাপ্তির যোগ্য। তদুভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই-এক একটি ক্রম-সোপান। প্রত্যেক ক্রম-সোপানই জীবের এক একটি বিশ্রাম-স্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক্ পৃথক্ বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে ; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ-পালনে তিনি বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ না করিতে পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ-সোপান- প্রাপ্তির নাম সদ্গতি।

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম 'স্বধর্ম্ম' বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠাত্যাগের নাম 'দোষ'। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১১।১২।২,৭),—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।।
দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম!
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্।।

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপর্য্যয়ই 'দোষ'— ইহাই সত্য-সিদ্ধান্ত। দেশ, কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্ত্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু। তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি-কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা নিত্য-নিয়ম। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া-দত্ত উপাধিদ্বারা স্বীয় সিদ্ধ অবস্থা হইতে যে পৃথক্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ ; নিত্য-অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য-অবস্থায় জীবের প্রেমই— বিধি এববং মৎসরতাই—নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বাভাবের অনুগত। মৎসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সেই অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্যস্থিতি।

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়ম-সকল বহুবিধ হইলেও স্থূল লক্ষণ-বিচার-পূর্ব্বক সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটি সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ, গীতা, স্মৃতিসকলের মতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি — এই তিনটি স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ম্ম-বিভাগে সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদচিদ্ আলোচনা—বিধি। কাম্যকর্ম্ম, নিষিদ্ধ-কর্ম্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। ভক্তি-বিভাগে ওদাসীন্য, ভক্তির অনুকূলতার সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানবিভাগের বিধি-নিষেধ পালন এবং তদ্দ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ভগবদ্নুশীলনই— বিধি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি, অন্যান্য ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-পরিত্যাগই— এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীব অবৈধ-জীবন অর্থাৎ অন্ত্যজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হ'ন, তখন তিনি প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডরূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হ'ন। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত চিদচিদ-আলোচনা ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিবেকক্রমে জড়ময় কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্ব্বেদ উৎপন্ন হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্ম্মাধিকারগত নিয়ম-সকলে আগ্রহ করিলে তাঁহার আর উন্নতি-সাধন হয় না।

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে ; নতুবা তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যথা (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯),—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।

যে-কাল পর্য্যন্ত বিবেকজাত নির্ব্বেদ না হয়, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্ব্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে—যতদিন কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা (শ্রীভাঃ ১।২০।৩১), —

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।

আমার ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়

শ্রেয়োজনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তিক্রিয়া ভালরূপে হইতে থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির শ্রীগোলক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দলোকময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় জড়রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তিসোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়। ভক্তিসোপানে সমারূঢ় পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম। সেই শ্রদ্ধা সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগতানর্থ হইলে ভক্তি-নিষ্ঠারূপে প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতির সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়। যথা (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৬),—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্।।

আমার পুণ্যগাথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিষ্কৃত হ'ন, তিনি তত তত সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পা'ন। অঞ্জন-সম্পৃক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে (১।৪।১০) ক্রমটি স্পষ্ট করিয়াছেন, —

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটি সোপান। এই চারিটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থা-ভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটি সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিকে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐসকল নিয়ম শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে, অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে সমুদায়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধাণ নিয়ম ; যথা (শ্রীপদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়),—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।

কৃষ্ণস্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য—এই মূলবিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি-কালে পূর্ব্ব—বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতিলাভে অশক্ত হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ বিষয়টি সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' (২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক) এই বিষয়ে বিশেষ উপদেশ আছে। যথা,—

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ মহাত্মনাম্।।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় গৃহী ধনী সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্তসিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তির্হি সদাচারৈকসাধনা।।
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি ত্যক্ত-পরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্য সেই সকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা সাধকদিগের কর্ত্তব্য। ত্যক্ত-পরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে-সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহীদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতসকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়। গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্য শরণাগত হ'ন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক্ হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় সাধনোন্নতিক্রমে ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা (শ্রীভাঃ ১১।১৮।২৮, শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৬)—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।
একান্তিতাং গতানান্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ।।
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন, বা নিরপেক্ষই হউন—তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করতঃ অবিধি গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ ব্রত নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়। আমার একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণ-সকল স্থান পায় না ; কেন-না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ।।
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম প্রীতির সহিত সাধিত হয় ; সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর যে সকল কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিত্যবিধিসকলে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'শ্রীউপদেশামৃতে'র অষ্টম-শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

তাৎপর্য্য এই যে,—উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছা-বিলাস-মাত্র। জ্ঞানাধিকারী কর্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি-বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্তাধিকারীও তদ্রূপ কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণ-বশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত

পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্ত্যধিকারী একান্ত ভক্তও কর্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়ম-সকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হ'ন না। স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের একান্ত-ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন। সাধন-ভক্তমাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

উপদেশ এই যে,—স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চসোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

অতএব যারা কৃষ্ণভাবনাময় হতে চান, তারা শাস্ত্র বিধি শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পালন না করে কৃষ্ণভজনের উন্নতি করার জন্য তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, মৎসাহার, জুয়াখেলা ও মাদকাদি কঠোরভাবে বর্জন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হরিভক্তি অনুশীলন করা উচিত।

— *শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ*

জনসঙ্গ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন। ভক্তি-সাধকগণ স্বভাবতঃ কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় (৭।২৮) বলিয়াছেন,—

যেষাম্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপপুণ্যরূপ দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধে যে মোহ, তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্রকর্ম্মা। তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন। কেননা, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় ; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা—ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য (আদিপুরাণে) এইরূপ,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্তসকলই ভক্ততম।

ভক্তসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উক্ত হইয়াছে,—

দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্।।

কৃষ্ণভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন আলাপ ও সহবাস সাক্ষাৎ পুক্কশকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন (৭।৫।৩২),—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

যে-পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে-পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না,—

ইহা শাস্ত্রে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব 'জনসঙ্গ'-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে। এইজন্যই শ্রীরূপ-প্রভু ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বর্হির্ম্মুখ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩),—

সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়া-সকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য-ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য্য যাহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল বলিতে হইবে।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এইসকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জন সপ্ত প্রকার ; যথা,—

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক ; (২) বিষয়ী ; (৩) বিষয়িসঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি (৪) যোষিৎ ; (৫) যোষিৎসঙ্গী ; (৬) ধর্ম্মধ্বজী ; (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য-স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-শক্তি স্বীকার করেন না। জীবসত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তিতত্ত্বকে তাঁহারা নিত্যতত্ত্ব মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটি অনিত্য উপায় বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব মায়াবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হ'ন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৫),—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।।
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' অপনারে 'ঈশ্বর' মানে।।

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর-তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে ; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ ; যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয়-পিপাসার বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক, বা পাপকর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীল দাস গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮),—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয় স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণবিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত ন'ন।

বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী ; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গ ও সর্ব্বদা পরিহার্য্য কেন-না, তাঁহারা শীঘ্রই বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত-বিষয়ী ও ভগবদুন্মুখ-বিষয়ী। নিতান্ত-বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদুন্মুখ-বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্‌কে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়কার্য্য করেন। প্রথম প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষপ্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়সঙ্গ, তাঁহারা পাপযুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও যে পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হ'ন, সে-পর্য্যন্ত সাধক-ভক্তের সঙ্গযোগ্য ন'ন। বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয় ; কেন-না, অনেকস্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তিসাধক ব্যক্তি বিষয়িসঙ্গ ও বিষয়ি সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

যোষিদ্‌গণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক যখন সাধনভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন তিনিও পুরুষ-সঙ্গ করিবেন না। যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে পড় অহিতকর। যোষিৎ বা পুরুষ—দুই প্রকার। যে পুরুষের সহিত যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মসম্বন্ধ দ্বারা

বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের পরস্পর সংস্পর্শ ও সম্ভাষণে পাপ নাই, বরং শাস্ত্রানুমোদিত সংস্পর্শ-সম্ভাষণে পুণ্য আছে। কিন্তু পরস্পরে প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার মোহ-কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিৎসঙ্গ বা পুরুষসঙ্গ বলা যায়। যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রভূত অনিষ্টের উদয় করে। যদি একপক্ষের সঙ্গদোষ ঘটে, তবে অপর পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের সহায়া হ'ন, তবে যোষিৎসঙ্গ বলিয়া একটি দোষের জন্ম হয় না। পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধা হ'ন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এ স্থলে বিচারণীয়। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী। এই সমস্ত বিচার-পূর্ব্বক ভক্তিসাধক ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। যথা, শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৩।৩১।৩৫),—

> ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
> যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা-বিশেষে গৃহী সাধকের স্ত্রী-সংস্পর্শ ও স্ত্রী-সম্ভাষণ ভক্তি-বিরোধী হয় না ; কিন্তু গৃহত্যাগী পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রী-সংস্পর্শ বা স্ত্রী-সম্ভাষণ হইতে পারে না, হইলেই ভক্তি-সাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ধর্ম্মধ্বজিগণের সঙ্গ বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ করিবে। যাহারা ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী দুই প্রকার অর্থাৎ কপটী ও মূঢ় ; বঞ্চক ও

বঞ্চিত। কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারেও এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব অতিশয় নিন্দনীয়। ভক্ত্যধিকারে এই ধর্ম্মধ্বজিত্ব জীবের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ অপেক্ষা কুসঙ্গ আর জগতে নাই। কপটী ধর্ম্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্বীয় দুষ্টাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করত সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ গুরু হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপট-কুটিল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন। সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (৩।৩৮),—

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্।।

দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদবী তিনিই জানিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে (৭।৪২) ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।।

যাঁহারা নিষ্কপটে তাঁহার চরণাশ্রয় করেন, সর্ব্বাত্মস্বরূপে আশ্রিতপদ শ্রীভগবান্ অনন্ত তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁহারা দুস্তরা ভগবন্মায়া পার হইয়া যান। যাহাদের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি, তাহাদের এরূপ লাভ হয় না।

অন্তরে মায়াবাদ অথচ বাহ্যে বৈষ্ণবস্বভাব-প্রদর্শন, এরূপ কার্য্যও কপট-বৈষ্ণবতা। শ্রীচরিতামৃতে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৯৩, ১০৯-১১০) রামদাস বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বাহ্যে তিনি 'পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক'।

অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্ব ত্যাজি', চলিলা জগন্নাথ-দরশনে।।
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা।।
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু — সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ।।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর স্বীয় দৈন্যচ্ছলে বলিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ—এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেষে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।।

এই প্রকার ধর্ম্মধ্বজীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে শুদ্ধ হরিভজন হয় না। জগতে এই সকল লোকই অনেক ; সুতরাং যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত নির্জ্জন জীবন-যাপন ও ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ।

কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজদিগের সঙ্গে ভজন-প্রবৃত্তি প্রফুল্ল হয় না। তাহারা স্বভাবতঃ জীবমাংস-ভোজন ও আসবপানে অনুরক্ত এবং বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম-মতে সংস্থিত নয়। তাহাদের চরিত্র সর্ব্বদা অনিয়মিত। দুরাচার-সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়। তবে যদি সেই সেই কুলজাত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দর্শনে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং ক্রমশঃ অনন্যভাবে কৃষ্ণভজনে রুচি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গ শুভকর হয়। তাহাদের পূর্ব্বস্বভাব-বশতঃ কিছুদিন কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও তাহারা সাধু। শ্রীগীতায় (৯।৩০-৩১) বলিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত্যজ-স্বভাব পুরুষগণ যদি কোন সুকৃতি-বলে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত পথ লাভ করিলেন, বলিতে হইবে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে বিশুদ্ধ-চরিত্র ও শান্ত-স্বভাব ভক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাব-জনিত দুরাচার অগত্যা কিছুদিন থাকে। তাহাতেও তাঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ বলা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে, বিংশ অধ্যায়ে (২৭শ-২৯শ শ্লোকে) তাঁহাদের লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।

মূল কথা এই— ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ের সঙ্গই দুঃসঙ্গ। ভগবৎ-সাম্মুখ্যপ্রাপ্ত পাপী ব্যক্তির সঙ্গও সুসঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

বরং হুতবহ-জ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসম্।।
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫১ ধৃত কাত্যায়ন-সংহিতা-বচন)

অগ্নিজ্বালা-পঞ্জরমধ্যে বন্ধনও ভাল, তবুও যেন কৃষ্ণস্মৃতি-বিমুখ ব্যক্তির সহিত সঙ্গজাত ক্লেশ না হয়।

ভক্তি-সাধনকালে এই বিষয়টী বিশেষ যত্ন-সহকারে বুঝিয়া লইয়া নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করা আবশ্যক।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবৎ সেবা করলে সাধনার উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। বিষয়ীরা তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসার বা বিস্তারের জন্য নিজ ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংঘ বা সংস্থা গঠন করে। যেমন জড়জাগতিক কর্মজগতে stock exchange বা শেয়ার মার্কেট এবং chamber of commerce বা বণিক সভা আছে। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ লাভের জন্য আমরা এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এই পারমার্থিক সংঘ দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি তাদের কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরণের জন্য এই সংঘে যোগদান করছেন।

— শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

লৌল্য

'লৌল্য'-শব্দের অর্থ চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি-চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্ত-চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য। শ্রীগীতায় (২।৬৭),—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। আবার (শ্রীগীতা ৩।৩৪) বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয় ; যেহেতু, রাগ-দ্বেষই শত্রুদ্বয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী শ্রীহরিভক্তির আশ্রয় গ্রহন করিতে হয়। ভক্তির আজ্ঞা এই যে— বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যই যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে-সমুদায়ে ভগবদ্ভাব

মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই-সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে যে অংশে ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে, তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু, যত দিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, তত দিন কি করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব, বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

মনের সদসদ্বিষায়িনী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলি। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার ; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, শ্রীগীতায় (২।৪১)—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন্।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।

অব্যবসায়ীদিগের বহুশাখা-বুদ্ধি হইতে কাম, স্বর্গগমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য ও চিজ্জগতের অনঙ্গীকার—

এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং, শ্রীগীতায় (২।৪৪)—

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধি-দ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে। কাজে-কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না। সমাধিতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাঁহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী। তাঁহাদের লক্ষণ (শ্রীগীঃ ২।৫৫-৫৬) এইরূপ,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সার্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত-প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

হে পার্থ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হ'ন, তখন তিনি স্থিতধী মুনি হইতে পারেন। এই 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে বৃত্তি সদসৎ বিচার করে, তাহা এক-প্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত-বুদ্ধি এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসৎ বিচার করে, সে বুদ্ধি অন্য প্রকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এইজন্য, শ্রীগীতায় (৩।৪২)—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পার বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।।

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ কেন-না মনের চিত্ত-বৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়সকল কর্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি আত্মগতবৃত্তি ; অতএব, মনের নিয়ন্তা—প্রভু ; কেবল জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃত-ভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণদাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষকে 'বোদ্ধা' বলিয়া বেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমান-রূপ চিন্ময় অহঙ্কার উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং সে প্রাকৃত কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করে। এই অবস্থায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও 'স্থিতধী'— এই দুইটী নামে জীব পরিচিত হ'ন। চিদ্বলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চলা হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আজ্ঞাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে এবং 'ইন্দ্রিয়গণের অর্থে' অর্থাৎ বিষয়সমূহে কৃষ্ণদাস্যানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' বলে। শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায় (২।৫৯),—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্য-রসরূপ চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়। বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্ম্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুষ্ক-বৈরাগ্যমার্গে, কখন-বা শুষ্ক জ্ঞানমার্গে চাঞ্চল্য বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশে (২০।৩২-৩৪) কথিত হইয়াছে,—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্ম্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ-যোগে কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদি-দ্বারা যাহা লভ্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টা দ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম্ম ও অন্য যতকিছু শুভ-কর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়— সে সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগদ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গভোগাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ- প্রাপ্তি এবং কর্ম্মমার্গীয় শুদ্ধার্চ্চন-ব্রতদ্বারা যে উচ্চলোকাদিতে গমন হয়—সে সমুদায় তত্তৎ উপায়-দ্বারা অতিশয় কষ্টে ঘটিয়া থাকে মদ্ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেই-সকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা মদ্দত্ত কৈবল্য ও অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবাসুখই তাঁহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এই সমস্ত বিচার করত ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন।

'লৌল্য'-শব্দের অন্য অর্থ—লোভ। লোভ যদি অন্য বিষয়ে করা যায় তবে, তাহা কৃষ্ণ-বিষয়ে আর কিরূপে কার্য্য করিবে? কৃষ্ণদাস্যে লোভকে বহু-যত্নে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বিষয়ভোগ-লোভকে পূর্ব্বোক্ত

উপায়-দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। এইজন্য বলিয়াছেন যে, কামলোভহত ব্যক্তিগণ যমাদি যোগ-প্রক্রিয়ায় তত শুদ্ধ হইতে পারেন না, যেরূপ কৃষ্ণসেবা দ্বারা হইতে পারেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে (৬।৩৬),—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ-দ্বারা সুষ্ঠুরূপে যোগ সাধিত হইলেও সাধকের চিত্ত কামলোভ-দ্বারা সর্ব্বদা হত হওয়ায় শমতা-গুণ লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু কৃষ্ণ-সেবাপদ্ধতি আদরপূর্ব্বক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে শমধর্ম্মকে অবলম্বন করে ; কেন-না 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৬)। কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর-লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতরলোভ খর্ব্ব হয়। ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন, ধূম্র ও আসবাদি-সেবায় লোভ থাকিলে তাহার দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ-সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। 'পাপ-বস্তুতেই হউক বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর-লোভ অত্যন্ত হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। কৃষ্ণকথায় মহাজনের যেরূপ লোভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।১৯) এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোক বিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।।

হে সূত। উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন-শ্রবণে আমরা তৃপ্তি লাভ করি না ; কেন-না, তাহাতে রস লাভ করত আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহা আমরা যত শুনি, ততই পদে পদে আমাদের স্বাদ-বৃদ্ধি হইতেছে। এই কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভের অন্যতম নাম 'আদর'। এ বিষয় পরে আমরা বিশেষরূপে বিচার করিব।

লৌল্যের অন্য অর্থ—'বাসনা'। বাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ ভোগ-বাসনা ও মোক্ষবাসনা। এই দুই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিসাধন হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে(১।২।১৫) লিখিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা—ইহারা দুইটী পিশাচী। ইহারা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হয় না।

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার, ঐহিক ও পারত্রিক। ধন, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, জয়, সুখাদ্য-ভোজন, সুখশয্যায় শয়ন, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কামিনী-সম্ভোগ, বর্ণাদির সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস—সমস্তই ঐহিক ভোগ। স্বর্গগমন ও তথায় অমৃতাদি-সেবন এবং অজর-অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি—সমস্তই পারত্রিক ভোগ। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারে না। সুতরাং, ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তিসাধনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে একটী কথা এই যে—ঐ সমস্ত বিষয়ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ-ভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সে-স্থলে ঐ সকল ভোগকে 'ভোগ' বলা যায় না, কিন্তু 'সাধক-জীবনোপায়' বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন (১।২।৯-১০),—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।

ভোগ-সাধক ধর্ম্ম হইতে অর্থ অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল—ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়প্রীতি-লাভ হয়। কিন্তু আপবর্গরূপ একান্ত ধর্ম্মে যে অর্থ-লাভ হয় এবং অর্থে যে কাম-প্রাপ্তি হয়, সে সমস্তই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অনুকূল হইয়া থাকে ; যেহেতু কৃষ্ণ-কাম—ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামই—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। এই ধর্ম্মের অন্যতম নাম 'যুক্তবৈরাগ্য'।

মোক্ষ-বাসনাও নিতান্ত পরিত্যাজ্য। মোক্ষ পঞ্চপ্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভক্তিসাধকের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি বড়ই ঘৃণিত। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—ইহারা ভোগবাঞ্ছাশূন্য হইলেও স্পৃহণীয় নয়। জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু, সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নয়। মুক্ত-পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধন ভক্তির মুখ্য ফল। এস্থলে শ্রীসার্ব্বভৌমের উক্তি বড়ই মধুর। যথা, শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ৬।২৬৭-২৬৯)—

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।।
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়।।
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।।

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের যে অচিৎ-সম্বন্ধ ছেদনরূপ মুক্তি হয়, তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন। তজ্জন্য স্পৃহা করিয়া ভক্তি-চেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয়।

বহির্ম্মুখ-লৌল্য বিশেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তিসাধকের একান্ত কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যবশত যাদের হরিকথায় বিশ্বাস নেই, যাদের পারমার্থিক উন্নতিতে আগ্রহ নেই, সেই বিষয়ীরা শুধুমাত্র নিজেদের ভোগবৃদ্ধির জন্য তারা নিত্য নতুন সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি মতবাদের উদ্ভাবন করছে। তাদের হরিকথায় অনুরাগ নেই, তাদের জীবনের কোন উন্নত লক্ষ্যও নেই। অসংখ্য ভোগবাসনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং পরপ্রবঞ্চনায় তারা সুনিপুণ।

— *শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ*

ভক্তিসাধক ষড়্গুণ

উৎসাহ

শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় 'শ্রীউপদেশামৃতে' 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ', ও 'লৌল্য'— এই ছয়টীকে 'ভক্তিবাধক' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই ছয়টী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি 'ভক্তিসাধক' ছয়টী বিষয় বলিতেছেন,—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি।।

এই ছয়টী বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই 'উৎসাহ'-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে, তাহা বলিতেছি।

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই 'জাড্য,বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়। অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগের অনুশীলন করিতে হয় ; ইহা শ্রীগীতায় (৬।২৩) আজ্ঞা করিয়াছেন, যথা,—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা।।

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল বিদ্যাভূষণ-মহাশয় বলিয়াছেন,—"আত্মন্য যোগ্যত্বমননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা।" যে-কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদ-শূন্য চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।৭-৮) এইরূপ কথিত হইয়াছে, —

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।

পরমার্থসাধক-চিত্ত অবস্থাক্রমে তিন প্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ চিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণ চিত্ত এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তিরহিত চিত্ত। যোগও তিন প্রকার— জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত কর্ম্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণ অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর। তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা কেবল জড়ীয়-কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত-ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানই চরম-লাভ। যাঁহাদের জড়ীয়-কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই,—যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে হৃদ্‌বিশুদ্ধি-কারক কর্ম্মযোগ বই আর গতি নাই। যাঁহারা জড়ীয়-কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিদুদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণে জড়-কর্ম্ম স্বীকার করেন ; কিন্তু

সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফল-রূপে উদিত হইতে থাকে ; ভক্তি-যোগীদিগের লক্ষণ (শ্রীভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) এই,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্ব্বেদ হইতে জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্-বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ ; কেবল সেই সেই কর্ম্মের যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্তভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তিসাধন হয় না। যে-সকল কর্ম্ম শরীর-রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সেই সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব, জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সাধারণের পক্ষে দুঃখ-ফলজনক সেই সেই কাম-ফলকে তুচ্ছ-বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন এবং তত্তৎকাম-ভোগদ্বারা জীবনের প্রয়োজন-নির্ব্বাহ করত দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত ভক্তিযোগে আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম্ম-প্রসূত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগদ্ভক্তি সাধিকা বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত ; কর্ম্মে অনাসক্ত বটেন, কিন্তু, ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি- প্রক্রিয়া বলিতেছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৯-৩০, ৩৫),—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ।।

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-গ্রন্থি দূর হয় এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্ম-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত-কর্ম্মক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্যরূপ অতি বড় শ্রেয়ঃকল্প। তাৎপর্য এই যে,—হৃদ্‌গত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যা-নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু, ভগবদনুশীলনরূপ ভক্তিযোগ সাধন করিতে করিতে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎ-কৃপাবলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং, অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

কর্ম্ম নাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্ত্যাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধুকৃপায় ভজন শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে 'নিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া হয়। যতদিন 'নিষ্ঠিতা' ভজন-ক্রিয়া হয় না, ততদিন 'অনিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া কাজে কাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া

উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী—এই-প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' শ্রীহরিনাম্‌াপরাধ-মধ্যে 'প্রমাদ'কে একটী অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। 'প্রমাদ'-শব্দে সেই গ্রন্থে 'অনবধান' অর্থ করিয়াছেন। "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি"-গ্রন্থে উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়াছেন। ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ—এই তিন প্রকার অনবধান। এই তিন প্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজনপ্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই নামভজনে উদাসীনতা, আলস্য ও বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং, উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প-দিনে অনিষ্ঠিতত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব, শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০),—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।

অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদিত হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয় প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না, কেন-না তখন অন্যপ্রকার অনর্থসকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে ; কিন্তু, উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন-প্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের

শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য হয় না। সুতরাং, সাধুসঙ্গাভাবে তাঁহাদের ভজন হয় না।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে প্রয়াসই 'উৎসাহ'। সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ সেবায় নিয়োগের উপায় কেবল ভক্তেরাই উদ্ভাবন করতে পারেন (নির্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যম্ উচ্যতে)। নিষ্ক্রিয় অলস ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না। ভগবৎ সেবা মানে গতিশীল কৃষ্ণকর্ম, আর সেই হল পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি তথা পুরোভূমি।

— শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

নিশ্চয়

"শ্রীউপদেশামৃতে" গোস্বামী-মহোদয় ভজনপ্রয়াসীর পক্ষে 'নিশ্চয়'-বিশিষ্ট হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকে সংশয়াত্মা থাকে। সংশয়াত্মা পুরষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? শ্রীগীতায় (৪।৪০) বলিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।

সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ-চিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কেন-না 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থই দৃঢ়বিশ্বাস। যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জীব

সর্ব্বদাই সংশয়হীন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবমাত্রকেই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটী মূল-বিষয় আছে,—তাহার প্রথম মূল এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। প্রমেয় নয়টী ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার বিষয়ীভূত করিতে হইলে অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানা-শাস্ত্র নানা প্রকার প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণ ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত বৈষ্ণবশাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে 'গৌণ-প্রমাণ' বলিয়াছেন। অতএব, আম্নায়-প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র 'মুখ্য-প্রমাণ' এবং তাহাই গ্রাহ্য। জগতে যত যত ভাব আছে, সে-গুলিকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব—অচিন্ত্য এবং কতকগুলি ভাব — চিন্ত্য। প্রাকৃত ভাবসমূহ — চিন্ত্য অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদিত হয়। অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্ত্য ; তাহা মানবের সামান্য জ্ঞানশক্তির গম্য নহে। আত্ম-সমাধি ব্যতীত অচিন্ত্য-ভাবসকল জানা যায় না। সুতরাং, অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কান্তর্গত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই। এজন্য (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ধৃত শ্রীমঃ ভাঃ উদ্যোগপর্ব্বে) বলিয়াছেন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।

প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অতীত যাহা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে প্রত্যক্ষ-অনুমানের প্রবেশ নাই। সেই-সকল অচিন্ত্য ভাব জানিবার জন্য আত্মসমাধি একমাত্র উপায়। আত্মসমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরমকরুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষম প্রমাদ দেখিয়া বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫),—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।।
বেদশাস্ত্র কহে,—"সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি', 'প্রাপ্যের সাধন।।
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম— মহাধন।।"

অচিন্ত্য ভাব-সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটী বিচার আছে। গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে 'আম্নায়'-শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা ভক্তি অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব মহাজনবর্গ ভজন-বলে আত্ম-সমাধির উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক্ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব, পূর্ব্ব মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার-বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তৎসমস্তই—'আম্নায়' এবং তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই স্থলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা সম্পূর্ণরূপে না পাইলে অচিন্ত্য ভাব-সকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১২৭-১৩৬),—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে।।
'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন।।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে।।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।

সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ।।
বাপের ধন আছে,—জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তাঁরে প্রাপ্তির উপায়।।
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে ধন না পাইবে।।
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহাঁ 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়।।
'উত্তরে' খুদিলে আছে 'কৃষ্ণ অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে খুদিতে গিলিবে সবারে।।
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে।।
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে', কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আম্নার সিদ্ধান্তসকল শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে। আম্নায়ই পরমার্থ-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণ অবলম্বন-পূর্ব্বক নয়টী প্রমেয়-বিচার করিতে হয় এবং এই বিচার আম্নায়-বলে শুদ্ধ-চিত্তে উদিত হয়। ইহারই নাম 'আত্মসমাধি'—ইহাই পরমার্থের মূল।

এই আম্নায়-দ্বারা প্রথম প্রমেয়ের বিচারে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম শ্রীহরি একমাত্র উপাস্য। তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা তাঁহার প্রভাকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করে। সেই শ্রীহরি একাংশে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎপালয়িতা ও জগৎসংহর্ত্তৃ-রূপে উদিত হ'ন। শ্রীহরিই স্বয়ং 'কৃষ্ণ', পরমাত্মাই 'বিষ্ণু' ও তাঁর প্রভাই 'ব্রহ্ম'। এইস্থলে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে-পর্য্যন্ত এই

সংশয় থাকে, সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত-জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া 'ব্রহ্ম'-আলোচনা-রূপ জ্ঞানই অবলম্বন হয় ; আবার অংশরূপ 'পরমাত্ম'-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি-যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে' অচলা ভক্তি উদিতা হ'ন।

আম্নায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ের বিচার এই,—সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরি স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তির চালনায়, তিনি অস্ফুটজ্ঞানে ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হ'ন। ইহারই নাম তাঁহার 'নির্ব্বিশেষ-শক্তি আবার, অনন্তশক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করেন, ইহার নাম 'সবিশেষ-শক্তি'। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শক্তিদ্বয় তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা, (শ্রীশ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হ'ন।

তৃতীয় প্রমেয়-সম্বন্ধে আম্নায় বলেন,— সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত-রস। যে রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' সেই পরম-রসের বলে চিৎ ও জড়-জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে রস, তাহাই শুদ্ধ ; জড়জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে শ্রীব্রজলীলায় প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছে। শুদ্ধজীব চিদ্রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম-রস প্রাপ্য ধর্ম্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্মা-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ-ভজনই রসময়।

চতুর্থ প্রমেয়-বিচারে আম্নায় বলেন,—জীবসকল শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের অণুনিচয়, তাহারা সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিতে যদ্রূপ চিজ্জগৎ, অপরা মায়া-শক্তিতে যদ্রূপ জড়জগৎ তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিচ্ছক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিদ্ধর্ম্মে যে-সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাহা বিন্দু-বিন্দুমাত্র অণুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের যে স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম আছে তাহার এক কণা জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা জীবের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। একটি প্রবৃত্তিক্রমে জীব স্বীয়-সুখ অন্বেষণ করে, অন্য প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণসুখ অন্বেষণ করে। স্বীয়-সুখান্বেষী ও শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া জীবসমূহের বর্গদ্বয় সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষিগণ নিত্যমুক্ত ; স্ব-সুখান্বেষিগণ নিত্যবদ্ধ। এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য ভাবসকল চিৎকালের অনুগত। চিচ্ছক্তিগত কালে নিত্য-বর্ত্তমানতা ধর্ম আছে। অপরা, জড়া বা মায়াশক্তিগত কালে ভূত-ভবিষ্যদ্ বর্ত্তমান-রূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম। সুতরাং, এ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদিত হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না, জড়কালগত করিলে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। জীব শুদ্ধ-চিৎকণ হইয়া কেন নিজ-সুখান্বেষী হইল? এইরূপ বিকর্ত তুলিলে জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভজন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক-পরম্পরা উপস্থিত হইতে থাকে। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয়-সম্বন্ধে আম্নায়ের শিক্ষা এই,—নিজ-সুখান্বেষী জীবসমূহ নিকট-স্থিতা মায়াকে বরণ করিয়া মায়াকালগত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, তাহা মায়াকৃত একটি অন্ধ-চক্র। যাঁহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। মায়াচক্র হইতেই নিজ-সুখান্বেষী জীবগণের ভোগায়তনরূপে স্থূল ও লিঙ্গ দেহদ্বয়। এই অন্ধচক্র অনন্তরূপে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা তেমন সহজে দূরীকৃত হয়।

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে 'নিত্যবদ্ধ' বলা যায়। এস্থলে 'নিত্য'-শব্দ মায়াকাল-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিদ্বস্তুর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে তাহাদের বদ্ধভাবের অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু মহাজনের কৃপা ও কৃষ্ণকৃপায় বলে জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়। যথা,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়।।
(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৪৫)

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।
(শ্রীভাঃ ১০।৫১।৫৩)

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয় ; শ্রীকৃষ্ণপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয় তখন ভজন-বলে জীব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় মায়াবন্ধ ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করে। যাঁহারা আদৌ কৃষ্ণসুখান্বেষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

ষষ্ঠ প্রমেয়-বিচারে আম্নায়-সিদ্ধান্ত এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ-জন্য বেদে বহুতর স্থানে অভেদ ও বহুতর স্থানে ভেদ-সূচক বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্ব্বদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়। ভজন-পিপাসুদিগের আম্নায়-শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় এক অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড় জগৎ বর্ত্তমান থাকিলেও বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তুজ্ঞানে অভেদতত্ত্ব এবং শক্তি-জ্ঞানে

শক্তিপরিণাম-ফলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে, সকলই তাঁহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য ; কেন-না জীবের মায়িক-বুদ্ধিতে তাহা অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভক্তজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব স্পষ্ট দেখিতে পা'ন। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে 'মতবাদ' হইয়া পড়ে। এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ জ্ঞান যখন আম্নায়-বলে উদিত হয়, তখনই সম্বন্ধ-জ্ঞান হইল, বলিতে পারা যায়। শ্রীল সনাতনগোস্বামীর প্রশ্নমতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন, যথা, শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২০।১০২),—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়।।

যে-সকল পুরুষের ভক্তিলাভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যকতা আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরুমুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সংশয় দূর হইয়া দৃঢ়-বিশ্বাসের উদয় হইবে। এই বিচার বৃথা বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে ; যথা, শ্রীচতিামৃতে (আঃ ২।১১৭),—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।

এখানে দেখুন—দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্ট-মূলে প্রমাণ ও সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনগোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল পাইবেন।

প্রমাণ-মূলটির সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১২৪), যথা,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।

দ্বিতীয় মূলটির সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১৫২, ১৫৫, ১৫৭)

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ', 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ, যাঁ'র গোলোক—নিত্যধাম।।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান,—ত্রিবিধ প্রকাশে।।

কৃষ্ণ-শক্তি-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১১১) যথা,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি।।

কৃষ্ণ—রসময় ; যথা প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১৫৩)—

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।।

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০। ১০৮-১০৯)—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্য-দাস'।

... ...

সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।।

বদ্ধজীব-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১০, ২০।১১৭)—

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্যসংসার'।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ।।

মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১১),—

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা সুখ।।

ভেদাভেদ-প্রকাশ ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১০৮),—

কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', ভেদাভেদ্-প্রকাশ।

আম্নায়-প্রসঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইলে জীবের 'অভিধেয়' পরিজ্ঞাত হয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সেই 'অভিধেয়'। তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, তাহার নাম 'অভিধেয়'। এতৎ-সম্বন্ধে প্রভুবাক্য শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ২২।১৭-১৮),—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল।।

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুঃষষ্ঠী অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার ; যথা (শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।

বদ্ধজীব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করে, তাহারই নাম 'ভক্তি'। কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেই-সকল অঙ্গ যখন অন্যাভিলাষযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মাঙ্গ হয় ; যখন শুষ্ক-ব্রহ্মচিন্তাযুক্ত, তখনই জ্ঞানাঙ্গ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই নাই। যে কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখ-ভোগ, তাহাই কর্ম্ম। আর, যে কর্ম্ম সাযুজ্য-মুক্তির উদ্দেশক, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১৯),—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

বিধিবাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই 'বৈধসাধন-ভক্তি'। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেবাকার্য করা যায়, তাহাই 'রাগ-ভক্তি'। ব্রজবাসিগণের যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি পর্য্যন্ত যাইতে পারিলে তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বদা বলবতী। ইহাই নবম মূল।

দশম মূল,—আম্নায়-বাক্যমতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য, শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২৩। ৯-১৩),—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তণ'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'।।

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই 'রতি'গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা— 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দশমূল-শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজনোপযোগী নয়। সংশয় উদিত হইয়া ভজন বিকৃত করে ; আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করত সর্ব্বনাশ করে। অতএব, যাঁহাদের বিশুদ্ধ ভজনস্পৃহা আছে, তাঁহারা সুদৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

ধৈর্য্য

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ধীর। ধৈর্য্য-গুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা ধৈর্য্যহীন, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন। 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্য-গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।

বেগ ছয় প্রকার অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ,

জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ। অনেক কথা কহিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চ্চা-দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য ; কিন্তু সংসারী মানব সর্ব্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাল নষ্ট করে এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকে। ধার্ম্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঋষিগণ ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌন-ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। শ্রীহরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে, শ্রীহরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব ভক্তগণ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, কেবল তাহাই বলিবেন। অন্য সকল-কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই ধীর পুরুষ।

মনের বেগ সহ্য করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা-চিন্তাবেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন-সুস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ-যোগ ও রাজযোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে উহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে, মনকে অতি-সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। উহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগশালি করিলে

তাহাতেই উহার কার্য্য হইতে থাকিবে; উহা আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগশালি হইবে না। অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ যেরূপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তিযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। পতঞ্জলির 'ঈশ্বর প্রনিধান' শুদ্ধা ভক্তি নয়, উহা কাম্য-ভক্তি মাত্র। যে ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব, যখন শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদিত হয়। "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (শ্রীভাঃ ৭।১।৩২)—এই উপদেশ পালন করিলে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন নিযুক্ত হয়, সহজে আর অন্যান্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা সাধকের মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাইবে।

ভক্তি-পিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের কাম-ভঙ্গ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মঃ ১৯।১৪৯) বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।" যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন-প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব, তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। কেবল বিবেক-দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ অতি-অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে

(২৩।৩৩-৩৫, ৩৭, ৪০) 'ভিক্ষুর গীতে' দেখা যায় যে, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোধ-সহনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যথা,—

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ।।
কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেহক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্ম্মুনেঃ।।
অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি।।
ক্ষিপন্ত্যেকেহবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ।।
এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত।।

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবন্তীবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থি-মোচনদ্বারা শান্ত ভিক্ষুপদ-প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসদ্ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া আপমান করিতে লাগিল, —"ওহে ভদ্র! এ কি রকম?" কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া আবার 'ওহে! লও' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিল, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। কেহ বা 'এই লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ' বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। এই প্রকারে অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে, 'কর্ম্মফলরূপ আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ দুর্জ্জনকৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জ্বরাদি-জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত। এই-সকল অবশ্য ভোক্তব্য।' সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১১।২৩।৫৭),—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।।

"আমি—আত্মা, ক্ষুদ্র জীব। শ্রীকৃষ্ণ—পরাত্মা। বহির্ম্মুখ জীব সংসারনিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। এ জগতে আমি সংসার নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব। বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তি অনুকূল জীবনের সহিত পরত্মানিষ্ঠা অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা আবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্মনিষ্ঠা কোন-স্থলে গৃহস্থধর্ম্মে জনকাদির আচরণের ন্যায় লক্ষিত হয়, কোনস্থলে ভিক্ষুধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির আচরণের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু। পরাত্মনিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্তপার তমোময় সংসার-সাগর পার হওয়া যায় না। শ্রীমুকুন্দসেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার পাইব।"—এই 'ভিক্ষুগীতে' আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, যে যোগাদি-চেষ্টার দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিনিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি-অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধ-বেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ধীর।

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। চর্ব্ব্য, চূষ্য-আদি ষড়্বিধ রসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত। 'আজ পলান্ন ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব।'—এইরূপ লালসায় বিষয়ী লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতই ভোজন করে, উহার লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২২৫-২২৭),—

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।

যারা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর-ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক-দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদরবেগ একটি উৎপাত। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং জীবন-রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার-দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন, তাঁহারা নিতান্ত উদর-পরায়ণ। 'মিতভুক্' বলিয়া ভক্তগণের একটী লক্ষণ করা হয়। লঘ্বাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। ভগবৎপ্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না, এরূপ যাঁহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ-সহনে বিশেষ সমর্থ হ'ন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা যায়, তাহাও উদরের বেগ-দমনের শিক্ষা-স্থল।

উপস্থ-বেগ শ্রীহরিবিমুখগণের পক্ষে বড়ই ভয়ানক। "লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা, নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।" (শ্রীভাঃ ১১।৫।১১) —এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্তমাংসে গঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ একপ্রকার নিসর্গ-জনিত ধর্ম্ম

হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে, যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থ-বেগ সহিতে পারেন না। অনেকে অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহবিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ভজন করেন। বৈধ-স্ত্রীসঙ্গমকেই উপস্থ-বেগ-ধারণ বলে।

পূর্ব্বোক্ত ছয়-প্রকার বেগ যথাবিধি সহ্য করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ-সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূলতা হইয়া পড়ে। উক্ত ছয়-প্রকার বেগ দমন করার নাম—'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ-সকল প্রবৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে উহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে উহারা আর দোষজনক হয় না। অতএব, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।

এই পদ্যটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য,—বেগসকলকে তত্তদ্বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্যদ্বারাই হইতে পারে।

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটি তাৎপর্য আছে। যাঁহারা সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গসুখ-ফল আশা করেন ; জ্ঞানিগণ জ্ঞানকাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন এবং ভক্তগণ ভক্তি-সাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করেন। সাধন-সময়ে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হ'ন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। 'কৃষ্ণ আমাদে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণাশ্রয় দৃঢ়ভাবে করিব, কখনই ছাড়িব না।'—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

ধৈর্যের সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে। ধৈর্যহীনের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। এই কৃষ্ণভাবনা আন্দোলন প্রথমে এককভাবে শুরু হয়। প্রথমে কেউই আমার ডাকে সাড়া দেয়নি, তথাপি আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে ভগবৎ বাণীর প্রচার চালিয়ে যাই। ধীরে ধীরে লোকেরা এই আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করল, আর তারা সাগ্রহে কৃষ্ণকথা প্রচারে অংশ গ্রহণ করছে। তাই ধৈর্যের সঙ্গে গুরুর উপদেশানুযায়ী ভগবৎ সেবা করতে হবে। তাই সাফল্যজনকভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতা।

— শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভজনপ্রয়াসী জনগণের পক্ষে 'তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে'র ব্যবস্থা করিয়াছেন ; যে যে কর্ম্মে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়, সেই সেই কর্ম্মকেই 'তত্তৎকর্ম্ম' বলিয়া 'শ্রীউপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।২০-২৪) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্।।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ।।
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে।।

হে উদ্ধব। আমার প্রতি প্রেমভক্তি-উদয়ের পরম-কারণ বলিতেছি—"শুন। আদৌ সাধনভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেমভক্তি হয়। সাধন ভক্তি শুন—আমার অমৃতময়ী লীলাকথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সম্বন্ধ-বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্ব্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপঃ—এ

সকলই আমার ভক্তির কারণরূপ ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাঙ্গ-সাধনদ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেমভক্তি হয়। এই-প্রকার সাধকের আর অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য কি বাকী থাকে?"

শ্রীভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বীয় কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ঐ-সকল কর্ম্মকে চতুঃষষ্টি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ঐ-সকল কর্ম্ম শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ২২।১১২-১২৬) এইরূপ লিখিয়াছেন,—

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন।।
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস।।
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন।।
অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব।।
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।।
বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।।
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি।।
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধুপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন।।

আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন।।
তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।।
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
'চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব।।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ।।

ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না। মনুষ্য দুইপ্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্তবিবেক ও প্রাপ্তবিবেক। যাহারা অপ্রাপ্তবিবেক, তাহারা সংসারসুখে মত্ত। কোন ঘটনাক্রমে কোন মহাজনের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেকের উদয় হয়। তখন মনে হয়,—'আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন যাপন হইতেছে।' এই প্রথম মহৎসঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে ভজনপ্রয়াস হয়। তখন গুরুপাদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব, অপ্রাপ্তবিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন।

কি প্রকার গুরুকে আশ্রয় করিবে—শাস্ত্রে তাহা বিচারিত হইয়াছে। কামাদি ছয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদশাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত

আছেন, সাধুগণ যাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়দমনে যিনি পারক, যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, যিনি অনুদ্ধতমতি, যিনি নিষ্কপট ও সত্যবাদী—এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। এই-সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য। ইতররাগ-তিরস্কারী শ্রীকৃষ্ণানুরাগই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-গুণ। অন্য-সকল গুণ তটস্থ। এইজন্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।১২৭),—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই 'গুরু' হয়।।

যাঁহারা এই স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি 'গুরু' হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটীই তটস্থ লক্ষণমধ্যে গণ্য। স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ লক্ষণও থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু, স্বরূপলক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরুযোগ্যত্ব হয় না, যথা শ্রীপাদ্মে,—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।।
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিষ্কপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কীর্ত্তনাদি রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় মহতের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া

যায়, তাহাকে উদাহরণ-স্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। শ্রীধ্রুব মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন ; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ -বিধি। সাধারণ-বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ-বিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট-সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদি-দীক্ষা ও তত্ত্ব শিক্ষা করিবে।

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগাবান্ শিষ্য পূর্ব্ব সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাম্ভিক লোকেরাই পূর্ব্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা সৃষ্টি করে। ফলে এই হয় যে, তাহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপন আপন সর্ব্বনাশ সাধন করে। শ্রীস্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে।।

সাধুসকল পূর্ব্বকালে বিনা-শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপবর্জ্জিত পন্থা এবং সকল মঙ্গলের হেতু। যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তিনি সেই পথের অনুসন্ধান করুন। পূর্ব্ব সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষের উদয় হয়। আমরা যখন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীদাস-গোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শ্রীহরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন শ্রীহরিদাস বলিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪, ১১৩),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।
এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ।।

এরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বভূতে দয়া করত নিরন্তর শ্রীহরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক এবং যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে।।
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭ ধৃত 'ব্রহ্মযামল'-বাক্য)

তাৎপর্য-এই যে, ভক্তিপথ বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ হইলেও পূর্ব্ব মহাজনগণ সুষ্ঠুরূপে অধিকারভেদে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রুতি,স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধ, দত্তাত্রেয়াদি যে সকল নবীনপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাতজনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিচারক্রমে তাঁহারা ঐ-সকল নবীন-পথকে ঐকান্তিকী শ্রীহরিভক্তি বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্য-পথ, তাহা

বেদাদি-শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। আজকাল এইরূপ অনেক নবীন পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে তাহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ-প্রাপ্ত হয়।

সাধু-শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা একটি ভক্তি-জনক কর্ম্ম। অতএব, (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৭ ধৃত) শ্রীনারদীয়পুরান-বাক্য,—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।।

সৌভাগ্যবন্ত পুরুষগণ যেরূপ সাধুদিগের ভজনচরিত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হ'ন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগা দাম্ভিকগণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেরূপ তাহারা অন্বেষণ করে, সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তকেও সেইরূপ অনাদর করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে তাহারা যত্ন করে না, বরং তদ্বিরুদ্ধ মতকে তাঁহারা মত বলিয়া সকল লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাহারা মনে করে না। যাঁহারা সরল, তাঁহারা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' প্রভুর শিক্ষা যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাই আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্ধর্ম্ম আছে। সচ্ছিষ্য সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষাগুরুর চরণে নিবেদন-পূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া ল'ন। এইরূপ যাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য দৃঢ় মন, তাঁহাদের অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)—এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণরূপ সদ্ধর্ম্ম যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদিত না হয়, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে, তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারেন

না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাঁহার হৃদয়ে কখনও উদিত হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিবলে ও বিদ্যাবলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি শ্রীচরিতামৃতের অর্থ শুনেন, তবে বলেন যে,—সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন, শ্রীচরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই-সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই যে, তাঁহারা স্ব-স্ব-কৃত নবীন প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়তর্পণের নাম ভোগ। স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণকে কৃষ্ণসেবার কামনায় পর্য্যবসিত করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করিয়া সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগ-ত্যাগ হয়।

শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করাও একটি সাধনাঙ্গ। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীগঙ্গাতীর ও প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্ব্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজনমত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি-লোপ হইবে। আবশ্যকমত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে ন্যূনতা হইবে।

শ্রীহরিবাসরের সম্মান বিশেষ যত্নসহকারে করিবে। শ্রীহরিবাসরের সম্মানে সমস্ত ভক্তিপোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন-অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—ইহারা পূজিত ও ধ্যাত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐ-সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

এই দশটী ভক্ত্যঙ্গ শ্রীহরিভজনের প্রারম্ভরূপ কার্য্য। যাঁহারা এই দশটী অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব, ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি আদৌ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুসেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ-জীবনকে শ্রীকৃষ্ণময় করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণতীর্থস্থলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিজের সুখভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্যদ্বারা ভক্ত্যনুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি-অভ্যাসের জন্য শ্রীহরিবাসর ও শ্রীজয়ন্তী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীভগবদ্বিভূতিময় সংসার গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বত্থাদির সম্মান করিবেন। এই দশটী অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটী ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তিসাধন স্থির থাকিবে না।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক কার্য্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। শ্রীকৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব, তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু-দেবসেবী ধর্ম্মী, নির্ব্বেদ-জ্ঞানপিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-নিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

শুদ্ধভক্তিতে যাহাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সেইরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না, করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাজে কাজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি-ক্রিয়ার উদ্যমে ভগবদ্ভক্তি-হ্রাস হয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তিবহির্ম্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবেন না। শুদ্ধভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই-সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য-মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক-শিক্ষা হয়।

গৃহস্থ-জীবনে বা গৃহত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি থাকিবেই থাকিবে। অতএব, সেই-সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

অলব্ধে বা বিনষ্টে ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ।।

তাৎপর্য্য এই যে, গৃহে থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের জন্য কোন না কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহত্যাগীকে ভিক্ষাদির দ্বারা তৎকার্য্য সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়। কিন্তু, ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনাক্রমে উপস্থিত-শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের অল্প-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া

কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গৃত্যাগীর কন্থা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্য-কর্ত্তৃক হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন ; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা ভবেৎ।।

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদির ভজন করিবেন না। কিন্তু, অন্য কোন দেবতা বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, ইহা জানিয়া সম্মুখে পাইলে তাঁহাদের সম্মান করিবেন। শ্রীপদ্মপুরাণ, বলেন,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।

তাৎপর্য্য এই যে,—পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার-বিশেষ। মানবের অধিকারভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হ'ন। কিন্তু, সাত্ত্বিক মানবদিগের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু-জন্মে অন্যান্য দেবতা-ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি-ক্রমে যে জন্মে শ্রীবিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য-মঙ্গলের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীবন নির্গুণ হইলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হ'ন।

সর্ব্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ বিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

সেবাপরাধ ও দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবা-সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ-বর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। নামাপরাধ দশটী অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন-সহকারে সকল সাধকের বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের শৈথিল্য, তাঁহাদের ভজন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বাপরাধকৃদ্‌পি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ।।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।

তাৎপর্য্য এই,—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব অপরাধ-ক্ষয় হয়। শ্রীহরির প্রতি যে-সকল অপরাধ কার যায় অর্থাৎ যে-সকল সেবাপরাধ লিখিত আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয়। শ্রীনামই বৈষ্ণবমাত্রকে উদ্ধার করেন। কিন্তু, যে দশটী নামাপরাধ উল্লিখিত আছে, নামাশ্রিত ভক্তকে সেই অপরাধগুলি অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা নামাশ্রয় করিলেও তাঁহার পতন অনিবার্য্য।

সাধক কৃষ্ণ-নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা, হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল তাঁহারা লোকাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হ'ন।

উপর্য্যুক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভবোদয় হয়। কৃষ্ণকৃপাই ভাবোদয়ের মূল । সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা হয় না, ইহাদের মধ্যে শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও শ্রীগুরুসেবাই সকলের মূল।

ইহাদের পর যে-সকল ভজনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই-সকল ভক্ত্যঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে। দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্বোধক ক্রিয়াবিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাহারাই ভাব হয়। কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধনভক্তি-কার্য্য-মধ্যে গণনীয়

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা নিজের প্রিয়, সে-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন,—ইহার অনেক অর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতিজনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্য দান করত তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যতপ্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করাই মঙ্গলজনক। শ্রীপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—

লৌকিক বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৯৩ ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র বচন)

তাৎপর্য্য এই যে,—মানবগণ সংসারে বর্ত্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-ভাবে যেন না করে। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার-ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোকরক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক ক্রিয়া করা হয়, সে-সমস্ত লৌকিকী। কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্য বিবাহ ; কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব ; এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই

কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে, আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ, গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে। ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মণ্ডিত থাকিবে। ভক্তিশাস্ত্রে অনেক স্থান ষড়্বিধ-শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুকে 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী-সেবা তদীয় সেবার মধ্যে প্রধান। শ্রীস্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।।
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।।

তাৎপর্য্য এই যে, সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে শ্রীহরিগৃহে বাস লাভ করেন। শ্রীতুলসীর দর্শন, শ্রীতুলসীর স্পর্শন, শ্রীতুলসীর ধ্যান, শ্রীতুলসীর কীর্ত্তন, শ্রীতুলসীর নমস্কার শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ, শ্রীতুলসীর রোপণ, শ্রীতুলসীতে জল-সেবা ও শ্রীতুলসীর পূজা—এই নয় প্রকারে শ্রীতুলসীর ভজন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রও তদীয়-বস্তুমধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্‌ভাগবত-শাস্ত্র তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরও সেই প্রকার সম্মান। যাঁহারা এই-সকল ভক্তিশাস্ত্র নিত্য পঠন ও শ্রবণ করেন, তাঁহারা ধন্য।

শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাসযোগ্য স্থান। তন্মধ্যে শ্রীমথুরাবাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসও তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতে গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদায়িনী।।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত-জন তদীয়-মধ্যে গণনীয়। শ্রীআদিপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ।।

ভক্তসেবা-সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী তদ্রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীআদিপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ।।

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীকৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই-সকল অঙ্গ আবার শ্রীকৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তকে কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ একই প্রকার।

সাধকের যথাবৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু-সঙ্গ না হয় ।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত। মূঢ় লোকেরা অবিবেচনা-পূর্ব্বক নিরাকার-নিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির

অনাদর করে। তাহার যদি সৎসঙ্গে সদ্বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী, তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে, রসোদয় হয় না।

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি দুষ্ট-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ন'ন। স্বজাতীয়-ভক্তিবাসনা যাঁহাদের আছে, সেই স্নিগ্ধ-পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তিসাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে (৮।৫১) লিখিয়াছেন,—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকূলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ।।

তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি যেরূপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক-মণির ন্যায় তাঁহার সেরূপ সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয় ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজযূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতির সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। আবার যাঁহারা শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণব, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটি প্রধান অঙ্গ।

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটি অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্তের সঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরা-বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও

সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা বহু জন্ম শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে তৎফলস্বরূপ শ্রীহরিনাম সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ।।
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১০৮-১০৯ ধৃত পাদ্ম-বচন)

শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু। শ্রীনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড়-জিহ্বাদিতে শ্রীনাম গ্রাহ্য নহেন। তবে, শুদ্ধ-চিদ্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় শ্রীনাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হ'ন। চিন্ময়-বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র-কৃপা।

শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি—এই পাঁচটী অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ সহসা উদিত হ'ন।

সাধনভক্তিতে এই-প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা সাধনভক্তি সাধনকার্য্যে অত্যন্ত প্রবল। ব্রজজনের শ্রীকৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ-প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পর্ব্বের উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়মনোবাক্যে এই-সকল

কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ-সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরমফল প্রাপ্ত হইয়া থকেন। যাঁহারা শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি-প্রাপ্তা হ'ন না। অতএব, সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ, দৃঢ়-নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য করিবেন।

সঙ্গত্যাগ

'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সদ্‌বৃত্তি (সাধুজীবন ও সাধুপ্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে 'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য' ও 'তত্তৎ-কর্ম্ম-পপ্রবর্ত্তন'-বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ দুই-প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুই প্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সেই সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে যথা, শ্রীগীতায় (২।৬২-৬৩),—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

এই শ্রীভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি-বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে,—জীব চিন্ময় ; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না, সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়, অতএব, তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত সংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি— সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন, আমরা বিজাতীয় সঙ্গ-বিষয়ে বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত—সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত ন'ন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু : জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না ; জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব, জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের

উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত-জ্ঞানিগণও শ্রীভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন, ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং, জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধন-কালে ভক্তিকে স্বীকার করেন ; কিন্তু তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যভক্তি বা ঈশ-আনুগত্যের কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা 'জ্ঞানী' বলিয়া একটী সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অবস্থা ভেদমাত্র। তাহা ভগবৎপ্রসাদে কেবল শুদ্ধভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন যথা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।২৯),—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্তমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটী সাধনফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ-লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণ ও ভক্ত নহেন। অতএব, তাঁহারা ও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সে কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য—কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম

বলে। অতএব, কর্ম্মী ব্যক্তিকেও অভক্ত বলা যায়। যোগিগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র', তাঁহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে অবকাশ পা'ন না, তাঁহারাও অভক্ত-মধ্যে গণ্য। এই-সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি-নাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎসংসর্গ। যোষিৎসংসর্গও বড় অনিষ্টকর। শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৮৪),—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর।।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুই প্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, 'যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১।১২০),—

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া।।

বৈষ্ণবী স্ত্রী-সম্বন্ধে (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১২।৪২),—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈলা প্রভুর দরশন।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি। গৃহস্থ ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেশ্যার সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্য প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক, সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে 'বিধি' বলা হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম 'অধর্ম্ম' ; সেই-সমস্ত বিধি পালন ও নিষেধ পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র, কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই অর্থ। সেই সমস্ত অর্থ-ভোগের জন্য কাম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিকেই 'ত্রিবর্গ' বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত্ত-গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থযাত্রাদি কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত

ত্রিবর্গচেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুইপ্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুষ্ক জ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন, অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হ'ন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতগোস্বামী (২।৯-১০, ১৩-১৪) সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটীকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।।
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রধানরূপে ত্রিবর্গ-ধর্ম্মের উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি 'ধর্ম্মশাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন ; কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার। "তাবৎ

কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" (শ্রীভাঃ ১২।২০।৯)—এই ভগবদ্বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে আর ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হ'ন। বহু-জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলে শ্রীভগবৎ কৃপালাভ করত যাঁহাদের ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থভোগ-বিষয়ে যে কাম-প্রাপ্ত হ'ন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্তির অনুকূল পবিত্র জীবন-যাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এই স্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব, গৃহস্থ বৈষ্ণব জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ-লাভের উদ্দেশ্যে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং, গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গধর্ম্ম-লক্ষণ ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহীণীও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমার্থ-চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না অতএব, তাহাতে যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব, কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎসঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে পূর্ব্বোক্ত 'সংসর্গ-রূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারসক্তি ও জড়দ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন ও আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞানচেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গ-শরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা শ্রীগীতায় (৫।১৪),—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফল-সংযোগ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।

"অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্ত-প্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বম্" ইতি—ভাষ্যকারঃ।

পুনশ্চ, (শ্রীগীঃ ১৮।৬০),—

> স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
> কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে শ্রীগীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন ; যথা,—

> তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
> সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।

তত্র ভাষ্যকারঃ—"'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্' ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।"

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার, তৎপ্রসূতা আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদীদিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম-সঙ্গীদিগের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শ্রীগীঃ ৩।২৬),—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার-সঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহু-চেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকে না, তখন তাহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। জীব মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারে না। তখন প্রাক্তন কুসংস্কার তাহার দ্বিতীয় স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারে সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধে (২৩।৫৫),—

সঙ্গে যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

অসদ্ব্যক্তির সহিত যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অজ্ঞানে অসতের সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে (১২।১-২),—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।।
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম—এইসকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠান করিয়াও জীব সঙ্গদোষ শূন্য হয় না, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু, কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ -দোষ দূর হয়। এই সংস্কার-সঙ্গদোষই রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াসম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদিত হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটি নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত-সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং, সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। শ্রীকৃষ্ণে একেশ্বর-বুদ্ধির বিরোধিনী হইয়া সংসারসক্তি দুর্ভাগা জীবকে অনন্যশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ শ্রীভগবন্নামের সহিত অন্য শুভ-কর্ম্মের সাম্য বুদ্ধি, নামচ্ছলে পাপাচরণ, 'অহংতা মমতা' জনিত বৈমুখ্য, অপাত্রে নামবিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সে-স্থলে জীবের আর মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে।।

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীনারদের সঙ্গবলে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্যের চরম উপদেশ এই,—"যদি তুমি আপনাকে কোনও চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।" বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্তচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উদ্‌গত হয়। এমন কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য, তামাক, ধূম্র-পান, তাম্বূল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থ-কালত্ব-ধর্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা-জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কারাসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত, ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, এমত কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এইরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহিলোকের গৃহ-দ্বার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীর, নিজ শরীর, ভোজ্য-বস্তু, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পান, তাম্বূল-ভোজন, মৎস্য-মাংসাদি ও

মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ প্রসাদাদিতে আদর করেন না। মুহুর্মুহুঃ ধূম্র-পানে স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তি-গ্রন্থ-পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আস্বাদন ও দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু-যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ-সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি, ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টাদ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রীভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ-দ্বারা ঐ-সকল আসক্তি দূরীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর-ব্রত ও শ্রীজয়ন্তী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি দূর হয়। ব্রতনিয়ম পালনেই আসক্তি-ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ-সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য প্রাণ-রক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকূটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য প্রাণ-রক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থা অনুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণ-রক্ষক দ্রব্য-সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্তজীবের ভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্কোচাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, 'কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য-সিদ্ধি হইবে না। কেন-না ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ-সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপিত। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গ

রোধ করিতে করিতে এক মাসব্যাপি ও চতুর্ম্মাস-ব্যাপি (চুতর্ম্মাস্য) ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। যাহাদের ব্রত-পালন -সম্বন্ধে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই শ্রীগীতাবচনের (৯।৩১) তাৎপর্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ—সংসর্গদ্বয় বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি-দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণবব্রত সমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপট আসিয়া কার্যসমুদয় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ কি করিলে হয়? এ-বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতেও পারে, কেন-না, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ-ত্যাগের উপায় থাকে না। যে-পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যক্ত হইতে পারে? পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থবৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? গৃহত্যাগী হইলেও কপটি বেশধারী ব্যক্তিকে ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন, বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব, অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ-সীমা-সম্বন্ধে 'শ্রীউপদেশামৃতে' এইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

হে সাধকগণ। দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তির নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ের সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়-জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং, শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ-গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়-কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। সংসারী বান্ধবাদির মিলনে নিতান্ত আবশ্যক বার্ত্তামাত্র বলিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। কিন্তু, যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হ'ন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি সহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ-ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-

প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু, প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না এবং সৎসঙ্গও হইবে। এইরূপে অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্-গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা যাহা পা'ন, উক্ত বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে-শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধিযোগের উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না। অতএব, 'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

সাধু-বৃত্তি

'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য', 'তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' ও 'সঙ্গত্যাগ-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি 'সাধু-বৃত্তি'-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবভেদে সাধু—দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবভেদে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগি-বৃত্তি পৃথক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়েরই উপযোগী, তাহাও পৃথক্‌রূপে বিবেচিত হইবে। 'বৃত্তি'-শব্দের দুই অর্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জীবন। স্বভাবকে প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাবজাতি প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ।।

সেই স্বভাবজাত-বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নির্গুণ-কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা, অধর্ম্মে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে (১১।৩২) বলেন,—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।।

নির্গুণতা'-শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে, একাদশে (২৫।৩৩),—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধবা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।।

'নির্গুণং মদুপাশ্রয়ং'—এই শ্রীভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নির্গুণ। (শ্রীভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫),—

"রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মুনিঃ।।"
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।

অতএব, সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ—সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবনযাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ-সাত্ত্বিক- প্রবৃত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে (১১।৮-১২) কথিত হইয়াছে,—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা-গুণ), ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা সন্তোষ, সমদর্শি-জনের সেবা, গ্রাম্য-চেষ্টা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়েহেক্ষা (নিষ্ফলচেষ্টা-দর্শন), বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন (আত্ম ও অনাত্ম-বিচার), অন্নাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎসম্বন্ধ-বুদ্ধি তথা শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই ত্রিশটী প্রবৃত্তির তারতম্যানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিপ্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা, একাদশে (শ্রীভাঃ ১১।১৮।৪২),—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোহহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্।।

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপ ও ঈক্ষা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। বর্ণ-চতুষ্টয়ের জীবনবৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, — অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ — এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম; তম্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়বৃত্তি,-প্রজাপালনে দণ্ড, শুল্কাদি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য — বৈশ্যের বৃত্তি; কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্করজাতির কুল প্রচলিত বৃত্তি — জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

এই সমস্ত শ্রীভাগবতীয় সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এই জগতে অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীহরি-ভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য, আর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্থূল-দেহ ও লিঙ্গ-দেহকে ঐরূপ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না। সেই দেহ-দ্বয়ের আনুকূল্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথমে স্থূলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বস্ত্র-দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সদ্বিদ্যা ও সদ্‌বৃত্তির প্রয়োজন। দেহ-দ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির প্রয়োজনীয়তা। অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে। প্রথমে সত্ত্বগুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রাজস্তমঃ গুণদ্বয়কে খর্ব্ব ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ হয়। এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয়।

আদৌ মানবের স্বভাব-জনিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতিকালে

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল-তাৎপর্য্য এই যে — মানব ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবে। তদুদ্দেশ্যে শ্রী মন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোক (১১।৫।২-৩) শ্রীল সনাতনকে বলিয়াছিলেন, —

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।

যখন শ্রীল রামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন-বিধি এই, —

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।।
(শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহ্য' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, — হে রামানন্দ। স্থূল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং, বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা বাহ্য। যথা (শ্রীভাঃ ১।২।৮), —

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।

ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত,

তবে তাঁহার জীবনলীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসীর লীলায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়; কিন্তু, তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনতায় থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। পরধর্ম্মের পরিপক্কতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার, দেহ-ত্যাগের সহিতও তাহা পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীল রামানন্দ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, "বিষ্ণু-রারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্"। তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-অবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের শ্রীহরিভজনের অনুকূল জীবন-যাপনের আর কোন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্তজীবন-লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ-এই কয়ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কুর-রূপে আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তে ও তদনুসারে তাহার জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমত কি, শ্রীহরিভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। জন্মই ইহাতে একমাত্র কারণ নয়, স্বভাবই একমাত্র কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে, সপ্তম-স্কন্ধে (১১।৩৫) লিখিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো

মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" একস্তুত সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্কর জাতি—সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নাগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি কোন সুকৃতি-ক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রচারে থাকিয়া সত্ত্বগুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সাধুসঙ্গ-কৃপায় উন্নত সত্ত্বকে নির্গুন-অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ক্রম। ভক্তি থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম,ভক্তি না থাকিলে সাত্তিক ব্রাহ্মণেরও জীবন বৃথা।

একটি কথা এ-স্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন (শ্রীপ্রেঃ ভঃ চঃ),—"মহাজনের যেই পথ,তা,তে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি-মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব-মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব-শিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

সদ্‌বৃত্তি কি?-ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি, —

ভজনের সহায়-স্বরূপে গৃহস্থ-ব্যক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৫-২৬), —

'গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম।।'
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীরূপ পুত্র-কন্যার উদয় হয়; তাহাদিগকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্বভরণ। এই-সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ-সঞ্চয় প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৫।৪১; শ্রীচৈ চঃ, মঃ ১৫।৯৫), —

প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"
'গৃহস্থ' হয়েন ইহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়।।

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১২।৪৯, মঃ ৯।২৪১-২৪২), —

পড়ে কেনে লোক? — কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।।
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।

'অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম' — ইহা প্রভুর আজ্ঞা (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ১৪।২১, ২৬), —

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্ম।।
অকৈতবে চিত্তসুখে যা'র যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথিতে ভক্তি।।

সকলের সহিত গৃহস্থ সরল ব্যবহার করিবেন; কুটীনাটী, কপট কোন প্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪। ১৪২), —

অতএর গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া।।

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১৫। ২০), —

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।।

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন: কিন্তু, বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯), —

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।

পর-উপকার ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু বলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৯।৪১), —

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।
নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন।।

ইহাতে ভক্তি-আলোচনা-কার্য্যে কপটি-সঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নগর-কীর্ত্তনেও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীতের উপদেশ। অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন।

গৃহস্থ সকল-কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবেন। প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৮।৫৫), —

শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।।

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও 'স্ত্রৈণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৮৪), —

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,-এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী-এক 'অসাধু', কৃষ্ণাভক্ত' আর।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্মানুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮), —

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা, ডাকা, চুরি-সব অনাচার।

ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর।।
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবে পরিত্রান।।
যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

গৃহস্থ পর-স্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবে না। যথা, কৃষ্ণদাস–বিষয়ে প্রভুর আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৯।২২৬-২২৭), —

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন।।
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তা'রে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল।।

প্রভু কেশে ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোক হইতে রক্ষা করিলেন। 'সরল-বিপ্র' অর্থে দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণকুমার।

তিনিই সদ্‌গৃহস্থ, যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৯।১২১-১২২), —

প্রভু বলে, — "জান, লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে।।
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর।।"

ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই। প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯), —

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম।।
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে।।

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়নিষ্ঠা পৃথক। স্মার্ত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

প্রভু গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১০৪),–

প্রভু কহেন,–'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন'।।

ধর্ম্মজীবনের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগনের সহায়তায় কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণবসেবা'–সম্বন্ধে কথা এই যে, নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ। উহাদের সেবনই বৈষ্ণবসেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে একত্র করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে। অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১৯৭),–

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সন্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই।।

দীনজনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫), —

দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭), —

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।।

শ্রীকৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির দ্বারা ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়াধিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা-ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু, ভজন-বিষয় সে তারতম্য নাই। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।৬৬-৬৭), —

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।।

অন্যত্র (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪), —

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পা'ন তাহাতে সুখ-বোধ করা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৪।২৯৩), —

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক, ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত শ্রীহরিভজন করিবেন স্মার্ত্তাদি-সম্প্রদায়ে যে- সকল দেবতা পূজিত হ'ন তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩), —

না মানে' চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব।।

স্বার্থ প্রতিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫), —

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীতুলসীর সম্মান ও পূজা করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৮।১৫৯-১৬০),—

সংখ্যা নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে।।
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা- নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে-কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সেই-সকল কার্য্য শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়ে করিবেন। তদ্বিষয়ে শ্রীকালিদাস-নামক মহাজনের চরিত্র, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭), —

মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণ-'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার।।

কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হয়ে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায়।।

অন্যায় উপার্জ্জন ও অসদ্ব্যয় সকলের পক্ষে এবং উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।৯০, ১৪২-১৪৪), —

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন।।'
রাজার মূলধন দিয়া লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয়।।
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যা'তে দুইলোক যায়।

গৃহস্থ ভক্তিমান্ ও সচ্চরিত্র গুরু করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৬৫), —

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভু-বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২২।৩৩), —

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর।।

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৬।৫৭, ৬০), —

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা।।
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ, — এই তিন সাধনের বল।।

গৃহস্থভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্তচরিত্র লাভ না করেন এবং তাঁহার স্বভাবজনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা, —

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।

গৃহস্থ-ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬৪), —

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ — শ্রদ্ধা অনুসারী।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৭৫-৭৭), —

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড় গুণ।।

মিতভুক্ অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই। (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৮০), —

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১২৫-১২৬), —

সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ।।

ক্রমে-ক্রমে বিধিবাধ্য অবস্থা খর্ব্ব করিয়া রাগানুসন্ধান করিবে। শ্রীভাগবত-রাগের উদয় হইলেই অনেক বিধি স্বয়ং নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে ভেদ এই (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮-১৩৯), —

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী।।
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কভু নহে মন।।
অজ্ঞানে বা যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁ'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।।

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তিসম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি ব্যতীত অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গলের উদয় হয়। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।১৪১), —

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।।

শ্রীকৃষ্ণভক্তির ক্রম এই; ইহা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হয়। (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৩।১০-১৩), —

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'।।
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা — 'প্রয়োজন', সর্ব্বানন্দ-ধাম।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু-যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন। (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।৭০-৭১),—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন।।

কেবল ধর্ম্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিবেন যথা, প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৩।৪১), —

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি?
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?

জীবের দাস্যভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ। যথা (শ্রীচৈঃ, মঃ ২৩।৪৮০, ৪৮২), —

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি' — মূলে জরদ্গব।।
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ, — ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হইয়া।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্তলোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহত্যাগ করা — একই কথা। শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থভাবে নির্দ্দোষ-জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকারভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহত্যাগ করা উচিত নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের

অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস করিলেন। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাঁহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা নামাপরাধে সতর্ক। গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২২২-২২৭, ২৩৬-২৩৭), —

'ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল।'
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ।।
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য-সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।।'
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ গ্রামে বাস করিবেন না। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৩।১৭৭), —

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, — নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা।।

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা-প্রভৃতি বিষয়ী ও স্ত্রীর দর্শন করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।৭), —

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ।।

গৃহত্যাগীর নির্দ্দোষ হইবেন। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।৫১, ৫৩), —

শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।।
প্রভু কহে, — "পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ।।"

গৃহত্যাগী ব্যবহার (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৭।২২৯), —

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।।

কপটী বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ প্রভু-বাক্যে (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২।১১৭-১১৮, ১২০, ১২৪, ৫।৩৫-৩৬), —

প্রভু কহে, — "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া।।"
প্রভু কহে, — "মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।"
"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি।।
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?"

আবার, গৃহস্থ-বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয় প্রভুবাক্য, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৮০),—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে।।

গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না। যথা, শ্রীল রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২৭৪-২৭৫),—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন।।
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল।।

প্রভু বলিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২৭৮-২৭৯),—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা,—দুঁহার মলিন হয় মন।।

গৃহত্যাগীর পক্ষে অযাচক-বৃত্তি ভাল নয়। (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২৮৪-২৮৬),—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার।।
ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।।"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না। তাহাতে গৃহব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা-পূজায় সেবাদি চিন্তা করা উচিত। (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।২৯৬-২৯৭),—

এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি'।।
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'।।

বৈধ-সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র নয়। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহত্যাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, যে অংশ ভক্তিবিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না। যথা, শ্রী স্বরূপদামোদর প্রভুর চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০।১০৭-১০৮),—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব'— এই ত কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে।।
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'।।

কেহ কেহ কেবল অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ স্বীকার করেন। যথা, শ্রীসনাতনের চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।৭৮, ৮১),—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস, কৌপীন করিলা।।
সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা ল'ব?"

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।৯২),—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকীর-গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস।।

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬-৪২৮),—

বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে।।
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি।।
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'।।
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার।।
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে'।।
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে।।

এতেকে সে, বল ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে।।

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যথা, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০।১৫৪),—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর।।

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১২।৪২),—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন।।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ-নিষেধ (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১২।১০৮),—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,— পরম ধিক্কার।"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবে স্ত্রী-গীত-শ্রবণ-নিষেধ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫),—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই-কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে।।
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ।।
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী-গান' বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে।।

'স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।'
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা।।
প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ।।"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-১৯),—

'কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায়।'
'সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায়।।'
'সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমূলীর তূলা দিয়া তাহা পুরাইলা।।'
'তুলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা।।"
'গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা।'
প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।।
সন্ন্যাসী মানুষ,আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তূলি বালিশ মস্তক-মুণ্ডন।"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার।।
নখে চিরি' চিরি' অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা।।
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে।।

গৃহত্যাগীর আহার-বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩),

প্রভু কহে,—"সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায়।।"

ঐ-সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে 'সদবৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদ্বৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-ব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭ ; ১৭।৩০, ৭৫),—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদান।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম।।
সদা নাম ল'বে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ।।
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম রস।।

গুরুকরণ-বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্বৃত্তি, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮),—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।।
রাগানুগ-মার্গে তাঁ'রে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।।
সিদ্ধ-দেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।।

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ। ৮।২৫০),—

"শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।।"

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৯।২৭৬-২৭৭),—

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তি-হীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন।।
সবে, এক গুণ দেখি তোমারে সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে।।"

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০।১১৩),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।

ভজনে যে-সকল সদ্গুণের প্রয়োজন তাহা যত্ন-পূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন। স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৭।৭২),—

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়।।

পরোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।৩৯),—

মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর।।

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।৪),—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়।।"

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।২৬),—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্।।

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১),—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়ায়।।

সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।১১৭),—

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে।।

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৪।১৬৫), —

'যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।।'

তার্কিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।১৮৩),—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'।।

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে।।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ।।

নির্ম্মল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।২৭৪),—

সহজ নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।।

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।২৭৫),—

'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন।।

সম্পূর্ণরূপে দোষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।।

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬২),—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।

সর্ব্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৯৯),—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম।।

অনুতাপের সহিত দুষ্ট-মত পরিত্যাগ করিবে। (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৫।৪২),

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পা'ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ।।

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২৩),—

'নিরপেক্ষ' নহিলে, 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।১৬৩),—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়।।

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য ; দয়াও অত্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২১১, ২৩৫ ; শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৮২),—

'ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।'
'দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়।।'

প্রভু বোলে,—"বিপ্র সব দন্ত পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'।।"

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১০৩),—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য।।

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৩০) —

তথাপি ভক্ত-স্বভাব, — মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।।

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪। ১৯১), —

প্রভু কহে — "বৈষ্ণব দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'।।"

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন-ভজনের আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।২১৪-২১৬), —

এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের 'স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি' দিল।।
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি দিলা।।
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন।।

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৭৮), —

মহানুভবের এই মত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়।।

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১০৭), —

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'।।

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৮।৯৭), —

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।

মুমুক্ষুতা ও বিদ্যাগর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ১৩।১০৯-১১০), —

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা।।
'অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।।'

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২০।২৮), —

প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে, — 'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'।।

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১৩।১৭৩), —

'দিগ্বিজয় করিব — বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে।।

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০-৮১), —

'শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।'
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে।।
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়।।
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে।।
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয়।।

সর্ব্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ, ১৬।৯৪), —

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।১১৩), —

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ। করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ।।

দাম্ভিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২২৮-২২৯), —

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে।।
এ- সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই ।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ।।

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯), —

'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য' — সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।।

উচ্চ-সংকীর্ত্তনপ্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬), —

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি।।
শুন বিপ্র। মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ।।
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন।।

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।১৫৮), —

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।।

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।২৪০), —

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন — পরহিংসা যায়।।

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৫।১২১), —

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার।

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৭।২২, ৩৮), —

বিষয়ীর প্রায় তাঁ'র পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব।।
আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে।।

বিদ্যাদির অহঙ্কার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৯।২৩৪), —

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে।।

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানামতে মত দেওয়া উচিত নয়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২), —

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড় জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।।

প্রভু বলে, — "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়।।
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতকে উহার হৈল দরশন-বাধ।।

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।১৬০), —

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়।।

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।২২৫), —

প্রভু বলে, — "তোরা আর না করিস্ পাপ"।
জগাই-মাধাই বলে, — "আর নারে বাপ"।।

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭), —

যত বিধি, নিষেধ — সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ।।
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে।।

সর্ব্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৭।১৯), —

নগরে হইল কিবা পাষণ্ড-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ।।

অভক্ত-সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৯।১৭৫), —

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর।।

অন্য শুভ-কর্ম্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ২৩।৫৪), —

প্রভু বলে, — "তপঃ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল।।"

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে। সে-সকল লোক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।৮২-৮৩), —

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া।।
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে।।

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।১৩৯-১৪০), —

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার।।
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।

পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরিভজন করা প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর সব ভক্তকেই রক্ষা করেন। তাই ভগবদ্ভজন ত্যাগ করে কর্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ গ্রহণ না করে এই শ্লোক অনুযায়ী উৎসাহ, ধৈর্য, বিশ্বাস নিয়ে বৈধীভক্তি অনুশীলন করলে সকল বাধা দূর হয়ে অচিরেই ভজনে উন্নতি হবে।

— *শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ*

(জয়) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।